**গমের চাষাবাদ পদ্ধতি**

বাংলাদেশে খাদ্য ফসল হিসেবে গম( Wheat) দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানে রয়েছে।গমের বৈজ্ঞানিক নাম: *Triticum aestivum* এবং Gramineae পরিবারের অন্তর্গত একটা মাঠ ফসল বা খাদ্য শস্য ১৯৮৫ সালে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১২ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১৯ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে গম চাষ দ্রুত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, গমের চাষ সহজ, পানি সেচ চাহিদা কম এবং রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণের তেমন সমস্যা নেই।

**জাতসমূহ:** শুধু গমের জাতের জন্যে পৃথক একটা প্রতিবেদন সন্তান করুন।

**মাটি:** উঁচু ও মাঝারি দোআশ মাটি গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। লোনা মাটিতে গমের ফলন কম হয়। -

**বীজ বপনের সময়:**উপযুক্ত সময় কার্তিক মাসের শেষ থেকে অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহ (নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত)| যে সব এলাকায় ধান কাটতে ও জমি তৈরি করতে বিলম্ব হয় সেখানে কাঞ্ছন, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা ও গৌরব বপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

**বীজ শোধন ও বীজের হার:বীজের হার:**

হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে। বীজ গজানোর ক্ষমতা ৮৫% এর বেশী হলে ভাল হয়।  
  
**বীজ শোধন**

ভিটাভেক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

**বপন পদ্ধতি:**ছিটিয়ে বা সারিতে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর লাংগল দিয়ে সরু নালা তৈরি করে ২০ সেমি দূরত্বের সারিতে ৪-৫ সেমি গভীরে বীজ বুনতে হয়।

**সার প্রয়োগ:**সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইউরিয়া সারের দুই তৃতীয়াংশ এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি ও জিপসাম শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া প্রথম সেচের সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সেচছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার অর্থাৎ ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ও জিপসাম শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

**সারের পরিমাণ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ /হেক্টর | |
| সেচ সহ | সেচ ছাড়া |
| ইউরিয়া | ১৮০-২২০ কেজি | ১৪০-১৮০ কেজি |
| টিএসপি | ১৪০-১৮০ কেজি | ১৪০-১৮০ কেজি |
| এমপি | ৪০-৫০ কেজি | ৩০-৪০ কেজি |
| জিপসাম | ১১০-১২০ কেজি | ৭০-৯০ কেজি |
| গোবর/কম্পোষ্ট | ৭-১০ টন | ৭-১০ টন |

**পানি সেচ:** মাটির প্রকার ভেদে সাধারণত ২-৩ টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় ( বপনের ১৭-২১ দিন পরে), দ্বিতীয় সেচ গমের শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫৫-৬০ দিন পরে) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় ( বপনের ৭৫-৮০ দিন পরে) দিতে হবে।

**তথ্য সূত্র:**

১। <http://www.krishibangla.com>

২। লীফলেট, গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর দিনাজপুর।  
৩। বারি প্রযুক্তি হাতবই, বি এ আর আই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।  
৪। সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ম্যানুয়াল, কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
৫। গম উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।